

অজানা ডয়ানক সুন্দর সব প্রাণীর সম্বন্ধে

শ্রোঃ রেজওয়ান সাকি এলিন

ই-বুক ডায়াল : জুন-২০১২

পর্ব : ৬

কৃতিজ্ঞতা স্বীকার : প্রজন্ম ফোরাম
forum.projanmo.com

বইটির ধরন : সাধারণ জ্ঞান (ই-বুক ভাষন)।

ই-বুকের সম্পূর্ণ ডিজাইন এবং সম্পাদনা :

মোঃ রেজওয়ান সাকি এলিন

ওয়েবসাইট : <http://www.alinblog.co.nr>

ইমেইল : alinsworld@yahoo.com

ঢাকা, বাংলাদেশ।

তথ্য সংগ্রহ : প্রজন্ম ফোরাম

ওয়েবসাইট : forum.projanmo.com

‘অজানা ডয়ংকর সুন্দর সব প্রাণীর সম্মানে – পর্ব : ১’

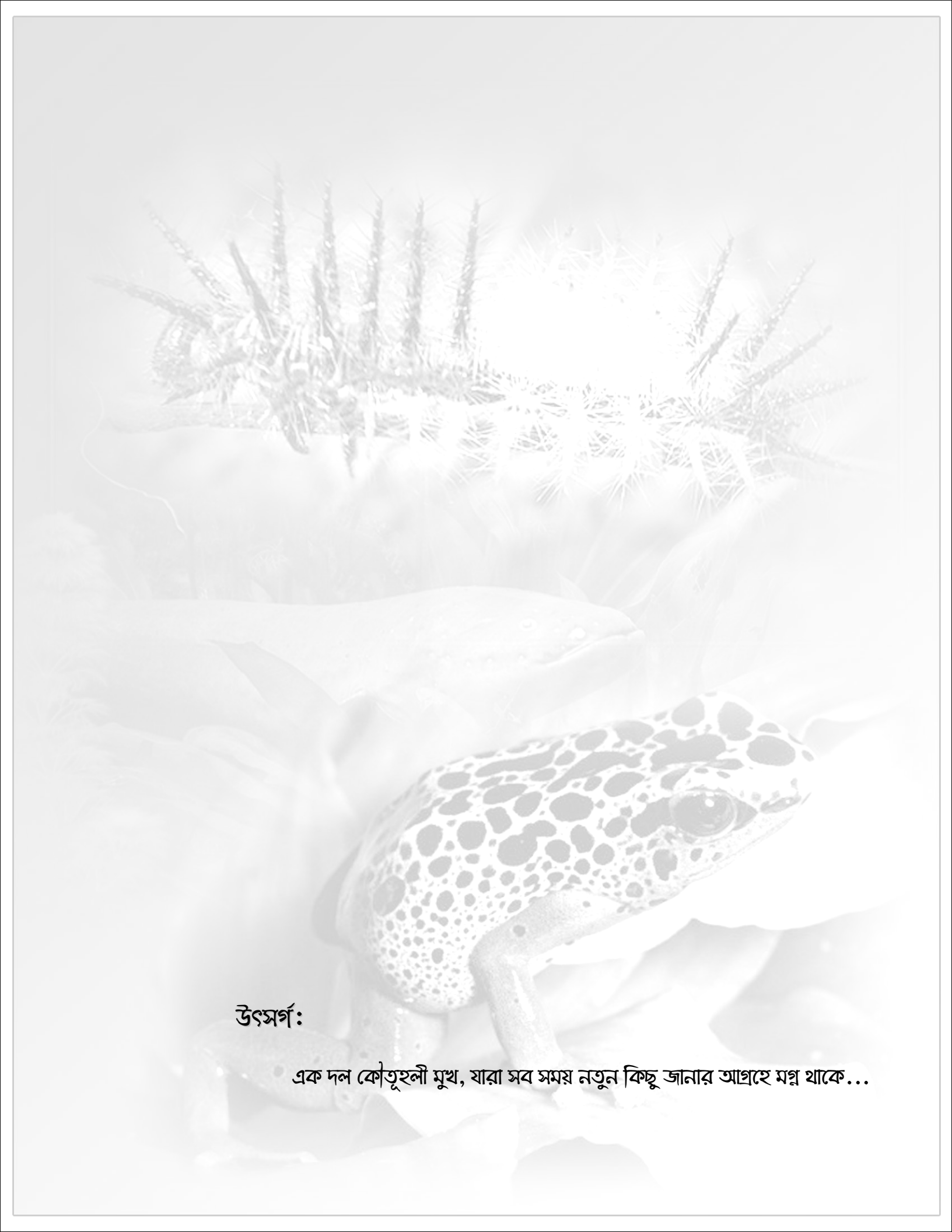
প্রকাশনার তারিখ : ৩০, জুন, ২০১২।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ই-বুক তৈরি করা আমার একটি সম্মানে এসে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও আমি ই-বুক তৈরি করেছি। যেমন, আমার নিজের লেখা কবিতা-সমগ্র নিয়ে একটি ই-বুক, নাম ‘একাকীত্ব’। এছাড়াও কৌতুক সমগ্র নিয়েও কাজ চলছে।

এই ‘অজানা ডয়ংকর সুন্দর সব প্রাণীর সম্মানে’ ই-বুকটি করতে গিয়ে আমি প্রজন্ম ফোরামের ‘অমিত০০৭’ নামক সদস্যের কিছু পোস্টের সাহায্য নিয়েছি। তাই প্রজন্ম ফোরাম এবং সেই অমিত০০৭ সদস্যের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

- এলিন



উৎসর্গ:

• এক দল কোঁতুহলী মুখ, যারা সব সময় নতুন কিছু জানার আগ্রহে মগ্ন থাকে...

<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা নং</u>
উলভেরিন (Wolverine)	: ০৫
অস্ট্রেলিয়ান বক্স জেলিফিশ (Australian Box Jellyfish)	: ০৬
ব্লু রিংড অক্টোপাস (Blue Ringed Octopus)	: ০৭
Pfeffer's Flamboyant Cuttlefish	: ০৮
পয়জন ডার্ট ফ্রগ (Poison Dart Frog)	: ০৯
রেকুন (The Raccoon)	: ১০
জাইয়ান্ট কিং স্কুইড (Giant King Squid)	: ১১
পাফার ফিশ (Puffer Fish)	: ১২
লায়ন ফিশ (Lion fish)	: ১৩
The Brazilian wandering spider (Phoneutria)	: ১৪
ডিঙ্গো (Canis lupus dingo)	: ১৫
Hippopotamus (Hippopotamus amphibious)	: ১৬
সৈনিক পিপড়া (Army Ants)	: ১৭
ডেথ স্টকার (Death Stalker)	: ১৮
গ্রেট হোয়াইট সার্ক (Great White Shark)	: ১৯
হাতি (এশিয়ান)	: ২০
অ্যানোফিলিস (Anopheles)	: ২১
মেরু ভল্লুক (Polar Bear)	: ২২
লেজি ক্লোন (Lazy Clown)	: ২৩
সেটস্ মাছি (Tsetse Fly)	: ২৪
কোমডো ড্রাগন (Komodo Dragon)	: ২৫
হিনোসেরাস (Rhinoceros)	: ২৬
কোন্ স্নেইল (Cone Snail)	: ২৭
পিরানহা	: ২৮
লিওপার্ড শীল (The Leopard seal)	: ২৯
বুলেট অ্যান্ট (Bullet Ant)	: ৩০
ইলেকট্রিক এলো (Electric eel)	: ৩১
স্লো লরিস (The Slow Loris)	: ৩২
টারেন্টুলা হাঙ্ক (Tarantula Hawk)	: ৩৩

অজানা ভয়ানক সুন্দর সব প্রাণীর সম্মানে - পর্ব :৯

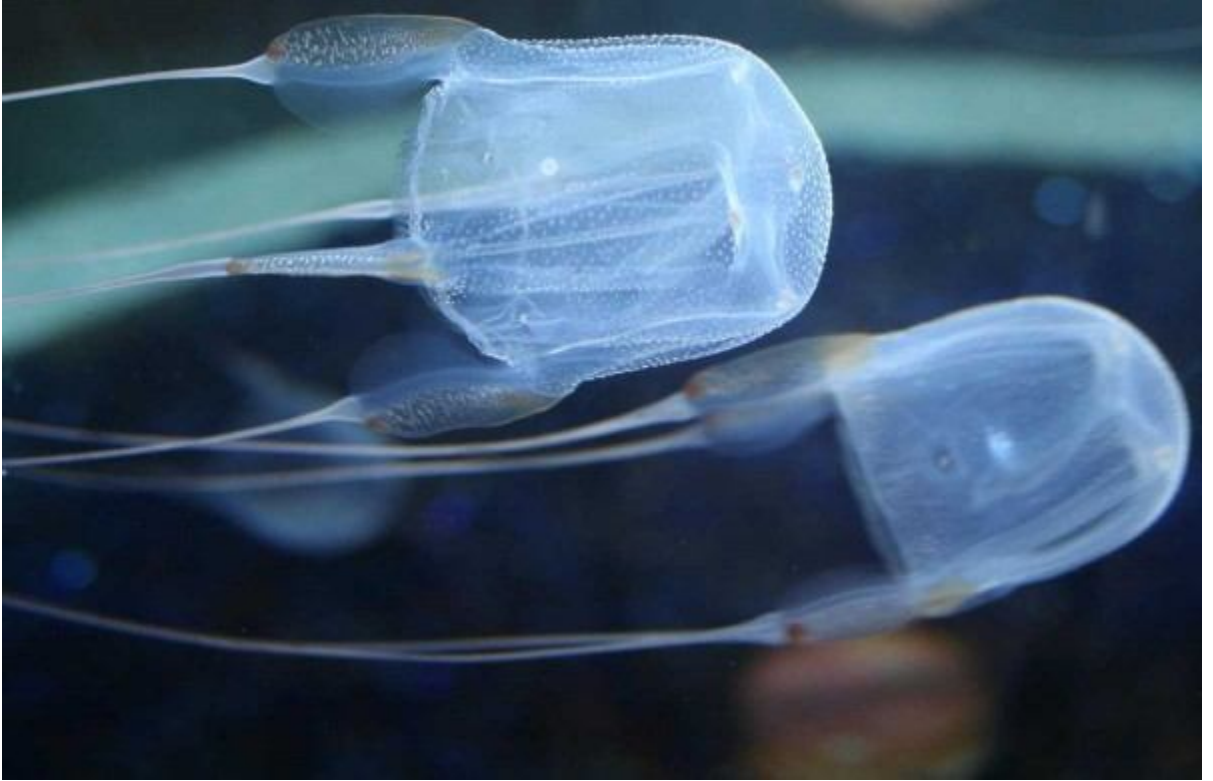
ভয়ংকর মাকোও থাকে অনেক সময় সুন্দরতার বসবাস। এই কথাটি বললে হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারবেন না। ভয়ংকর কি করে সুন্দর হতে পারে? যারা এই প্রশ্নটি করবেন, তাদেরকে আমি বলবো, হ্যাঁ, পারে, সুন্দরতা ভয়ংকরের মাকোও থাকতে পারে। সবাই বাঘ, সিংহ, সাপ, কুমির এই সকল প্রাণীদেরকে ভয়ংকর বলে থাকি। এছাড়াও পৃথিবীতে এমন কিছু অজানা প্রাণী আছে যাদের সুন্দর চেহারার আড়ালে লুকিয়ে আছে কঠিন ভয়ংকরতা। আর তেমনি কিছু প্রাণী নিয়ে আমার এই ই-বুক।

১। উলভেরিন (Wolverine)



উলভেরিন নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, X-Men এর মতো অনেক হলিউড মুভির কল্যাণে আমরা অনেকেই নামটার সাথে পরিচিত। উপরের যে প্রজাতির উলভেরিনটা দেখছেন তাকে বলা হয় ‘গুলো গুলো’ (Gulo Gulo)। এটি দেখতে খুব সুন্দর নিরীহ একটা ছোটখাটো ভল্লকের মতো, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। শিকারি হিসেবে এদের বেশ সুনাম আছে। শক্তিশালী বাহু এবং ধারালো নখের সাহায্যে নিজের চাইতেও বড় আকারের প্রাণীকে ঘায়েল করে ফেলে। কি, আদর করে দেখবেন নাকি?

২। অস্ট্রেলিয়ান বক্স জেলিফিশ (Australian Box Jellyfish)



অস্ট্রেলিয়ান বক্স জেলিফিশ, যা সম্ভবত জেলিফিশের সকল প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। এটা অনেকটা স্বচ্ছ পর্দার মত। এটি প্রায় ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। সাগরে ডাইভ করার সময় কখনো বক্স জেলিফিশ দেখলে কোনকিছু না ভেবেই পলায়ন করুন। কারণ, এটি ‘পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণী’ হিসাবে পরিচিত। এক একটি জেলিফিশে যে পরিমাণ বিষ থাকে তা ৬০ জন মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।

৩। ব্লু রিংড অক্টোপাস (Blue Ringed Octopus)



এবার ব্লু রিংড অক্টোপাস। এই অক্টোপাস খুব ছোট মাত্র ৫ থেকে ৮ ইঞ্চি এবং দেখতেও চমৎকার। এর সারা শরীর উজ্জ্বল নীলাভ ফ্লোরসেন্ট বাতির মতো রিং থাকে। এটি বিপদ দেখলে খুব দ্রুত রঙ পরিবর্তন করে নীলাভ রিং সহ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণে পরিণীত হয়। এটি এতই সুন্দর যে, মনে হয় ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির একুরিয়ামে রেখে দিই। কিন্তু, সমস্যা হোল এর বিষ আপনাকে বিনা পয়সায় পরলোক যাত্রার ব্যবস্থা করে দিবে, যার কোন প্রতিষেধক এখনো পর্যন্ত নেই। কি, রাখবেন নাকি আপনার একুরিয়ামে?

8 | Pfeffer's Flamboyant Cuttlefish



‘ফেফার’স ফ্লেইসবয়ান্ট কাতলফিশ’। দেখে বুঝা যাচ্ছে এটা একটা মাছ তবে, আমাদের দেশের মাছের মতো নয়। এটি দেখতে সুন্দর এবং ছোট, মাত্র ৩.১ ইঞ্চি(৮ সে:মি:)। এটা উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ নিউগিনিতে বেশি দেখা যায়। এটি খুবই আক্রমণাত্মক এবং প্রায় বু রিংড অক্টোপাসের মতই বিষাক্ত।

৫। পয়জন ডার্ট ফ্রগ (Poison Dart Frog)



দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি আমাদের দেশের কুনোব্যাঙ বা সোনাব্যাঙ নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকায় বেশি দেখা যায়। একে পয়জন অ্যারো ফ্রগও (poison arrow frog) বলা হয়। এটি Dendrobatidae পরিবারের সদস্য। এই প্রজাতির ব্যাঙেরা বেশিরভাগই দিনের-বেলায় সক্রিয় থাকে। এরা বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের হয়ে থাকে। এদের চামড়ায় লিপোফিলিক আলকালোইড (lipophilic alkaloid) থাকে। এটা তেমন মারাত্মক নয় যদি না আপনি বা আপনার বাড়ির পোষা প্রাণীটি এর সাঁতরানো পানি পান না করেন।

৬। রেকুন (The Raccoon)



বিদেশী লোমশ কুকুরের মতো দেখতে রেকুন কে না পছন্দ করে? এরা ক্যাম্পিং এর সময় ময়লা ফেলে, খাবার চুরি করে মানুষকে বিরক্ত করে। দেখলে মনে হয় ধরে একটা বাড়ি নিয়ে যাই, পোষ মানিয়ে নেব। বাঘ, সিংহ মানুষকে ভয় পেলেও রেকুন কখনো মানুষকে ভয় পায় না। কিছু বিজ্ঞানী বলেছেন, কয়েক প্রজন্ম ধরে চেষ্টা করলে রেকুনকে হয়তো কুকুর-বিড়ালের মতো পোষ মানানো যেতে পারে। এরা মাঝে মাঝে খুবই আক্রমণাত্মক আচরণ করে। মানুষের দ্বারা বিরক্ত হলে এরা ঝাঁক বেধে লোকালয়েও আক্রমণ করে।

৭। জাইয়ান্ট কিং স্কুইড (Giant King Squid)



জাইয়ান্ট কিং স্কুইড, নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এরা স্কুইডরাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রজাতি। এর চোখ অনেকটা মানুষের চোখের সদৃশ। এটির মোট দশটি বিশালাকৃতির বাহু আছে। একটি পূর্ণবয়স্ক স্কুইড দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৫ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। জাইয়ান্ট কিং স্কুইডের আচরণ নিয়ে মানুষ সব সময়েই দ্বিধাশ্রিত। অনেকের মতে, বিপদের আভাস না পেলে এরা মানুষকে আক্রমণ করে না। ২৫শে মার্চ, ১৯৮১ সালে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি ব্রিটিশ জাহাজ ডুবির পর ১০জন নাবিক একটা নৌকায় উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এর পরই একটি জাইয়ান্ট কিং স্কুইড তাদেরকে আক্রমণ করে কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে মাত্র ২টি জীবন হারিয়ে ৮জন নাবিক অনেক কষ্টে বেচে গিয়েছিল।

৮। পাফার ফিশ (Puffer Fish)



পাফার ফিশ বা পাফার মাছ বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত মাছ গুলোর মধ্যে একটি। এর প্রায় ১২০টি প্রজাতি আছে। এরা ঠাণ্ডা পানিতে থাকেনা। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে এদের কিছু প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। এরা সাইজে বেশ ছোট তবে, কিছু কিছু প্রজাতির পাফার ফিশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এর শরীরে Tetrodotoxin (TTX) নামে একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এই Tetrodotoxin সায়ানাইডের চেয়েও শক্তিশালী যা, খুব সহজেই মানুষের শ্বাস বন্ধ করে দেয়। জাপান, কোরিয়া সহ অনেক দেশে এটি বিশেষ উপায়ে রান্না করে খাওয়া হয়।

৯। লায়ন ফিশ (Lion fish)



লায়ন ফিশের সৌন্দর্যের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নাই। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬.২ হতে ৪২.৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গড় ওজন ৪৮০ গ্রাম। এরা লাল, সবুজ, খয়েরি, কমলা, হলুদ, কালো অথবা সাদা হতে পারে। এরা আক্রমণাত্মক নয়। তবে, এর বিষাক্ত Spike এর কারণে মানুষ এদেরকে এড়িয়ে চলে। এদের বিষ আহামরি তেমন কিছু নয় তবে, খুব যন্ত্রণাদায়ক।

১০। The Brazilian wandering spider (Phoneutria)



Brazilian wandering spider (Phoneutria) বা Banana spider ২০১২ সালে সবচেয়ে বিষাক্ত মাকড়সা হিসাবে গিনেস বুক নাম লেখায়। প্রতি বছরই এই মাকড়সার কামড়ে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়। এটি প্রায় ১৩হতে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদেরকে wandering spider বলা হয় কারণ, এরা অন্যান্য মাকড়সার মতো জাল তৈরি করে না। এরা পড়ে থাকা গাছের গুড়ি, পাথর বা কলাগাছে লুকিয়ে থাকে। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনের বেলায় বাড়ি, জামা-কাপড়, জুতা এমনকি গাড়ির ভিতরেও লুকিয়ে থাকে। এই মাকড়সার কামড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণার সহ priapism, widespread tissue necrosis প্রভৃতি হতে পারে। আর সময় মতো চিকিৎসা না করাতে পারলে...

১১। ডিঙ্গো (Canis lupus dingo)



এইযে এখানে নাদুস-নুদুস ডিঙ্গো সাহেবদের বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা আর ঘুম ছাড়া আর কোন কাজ নাই। এদেরকে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পাওয়া যায়। বাংলায় যাকে বলা হয় বন্য কুকুর, নেকড়ে বাঘের উত্তরসূরি। প্রচণ্ড হিংস্র। এরা দল বেধে শিকার করে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রায় ৭০০০ বছর লেগেছে আমাদের বর্তমানের পোষ্য কুকুর পেতে। হয়তোবা আপনি চেষ্টা করলে ডিঙ্গোকে পোষ্য কুকুরে পরিণত করতে পারবেন, একেবারে ইউরেকা হয়ে যাবে, কি চেষ্টা করে দেখবেন ?

১২। Hippopotamus (Hippopotamus amphibious)



উপরের জন্তুটা কি চিন্তে পারছেন? হ্যাঁ, এটাই Hippopotamus যাকে আমরা বলি জলহস্তী। এরা একটা দলে ৫-৩০টি Hippo থাকে। দিনের বেলায় পানিতে বা কাদায় থাকে। এদের রি-প্রডাকশন এবং শিশুর জন্ম উভয়ই পানিতে হয়। Hippo প্রায় ৩০-৫০ km/h গতিতে ছুটতে পারে। একটি পুরুষ Hippo ১৫০০-১৮০০ kg এবং স্ত্রী Hippo ১৩০০-১৫০০ kg হয়ে থাকে। এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩.৩৩ হতে ৫.২ মিটার হয়ে থাকে। বেশ আক্রমণাত্মক, সেটা ছবিতেই বলে দিচ্ছে।

১৩। সৈনিক পিপড়া (Army Ants)



Army Ants যা, বাংলায় সৈনিক পিপড়া নামে পরিচিত। এরা প্রায় ২০০ প্রজাতির হয়ে থাকে। এই ক্ষুদে দৈত্যদেরকে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার গভীর অরণ্যে পরবর্তী খাবারের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এরা সঙ্গবদ্ধভাবে একেকটি গ্রুপ বা দল হিসেবে কলোনিতে বসবাস করে। এদের একেকটি দলে গড়ে ৫,০০০-১৮,৫০০ পিপড়া থাকতে পারে। এরা অন্যান্য পিপড়ার চেয়ে বড়, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮-১২ মিলিমিটার হয়ে থাকে। এরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এবং বেজায় হিংস্র। একটি কলোনির পিপড়া একটি আস্ত গরু বা মহিষকে মাত্র ১ঘন্টার মধ্যে সাবড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি আপনি এদের এলাকা প্রদর্শন করতে যান অথবা এদের এলাকার আশেপাশে ঘুমিয়ে পড়েন আর, ১ঘন্টা পর যদি আপনার হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাহলেও, আমরা মোটেই অবাক হব না।

১৪। ডেথ স্টকার (Death Stalker)



ডেথ স্টকারকে বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত বিছু বা বিছা বলা হয়। আফ্রিকার উত্তর এবং মধ্য পূর্বাঞ্চলে এদের দেখা যায়। ডেথ স্টকার দৈর্ঘ্যে ১০-১৩ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এরা বেশ আক্রমণাত্মক। এর বিষ নিউট্রটক্সিন সহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে যা, খুবই ভয়ানক। এই বিষ স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে অস্বাভাবিক ব্যথা ছাড়া তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু শিশু, বয়স্ক এবং যারা দুর্বল (যেমন: দুর্বল হার্ট), তাদের অস্বাভাবিক ব্যথার সাথে, জ্বর, প্যারালাইসিস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

১৫। গ্রেট হোয়াইট সার্ক (Great White Shark)



গ্রেট হোয়াইট সার্ক যার বৈজ্ঞানিক নাম *Carcharodon carcharias* । এরা সার্কের বা হাঙ্গরের সকল প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়। গ্রেট হোয়াইট সার্ক সাধারণত উষ্ণ পানিতে থাকে তবে, আইসল্যান্ড এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ঠাণ্ডা পানিতেও এদের দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩-৬ মিটার এবং গড় ওজন প্রায় ১২০০ কেজি। স্ত্রী সার্ক, পুরুষ সার্কের চেয়েও বড় হয়। যেকোনো বড় মাছ অথবা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীই এর খাদ্য। সার্কের ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। ৪,৬০০,০০০ লিটার পানিতে একফোঁটা রক্ত থাকলেও সার্ক এর(রক্তের) উপস্থিতি বুঝতে পারে। এরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোন প্রাণী দেখলে কোনকিছু চিন্তাভাবনা না করেই আক্রমণ করে, হোক না সেটা টুনা-মাছ, শীল, ডলফিন, কচ্ছপ অথবা মানুষ।

১৬। হাতি (এশিয়ান)



এশিয়ান হাতি যার, বৈজ্ঞানিক নাম *Elephas maximus*। হাতি চিনেনা এমন মানুষ হয়তোবা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া সহ এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশেই এই প্রাকৃতিক দৈত্যদের দেখা যায়। এরা সাধারণত, জঙ্গলে পানি আছে এমন উৎসের পাশে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে। উচ্চতা: ২.৫-৩ মিটার, দৈর্ঘ্য: ৫.৫-৬.৪ মিটার এবং ওজন প্রায় ৫০০০ কেজি। একটি হাতি দিনে প্রায় ১৫০ কেজি ঘাস, লতাপাতা, ফলমূল ইত্যাদি খায়। কিন্তু, আজকাল মানুষের জুম চাষ, বৃক্ষ নিধন এসবের কারণে হাতির চারণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। তাই অনেক সময় খাদ্যাভাবে এরা লোকালয়ে হানা দেয়। বাংলাদেশসহ এশিয়ার সব দেশেই প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায় হাতির আক্রমণে। এমনকি পোষ্য হাতিরও মানুষের উপর আক্রমণের অনেক নজির আছে।

১৭। অ্যানোফিলিস (Anopheles)



প্রায় ৩,৫০০ প্রজাতির মশার মধ্যে অ্যানোফিলিস একমাত্র প্রজাতি যারা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। আহা! রক্তও খাবে আবার রোগজীবাণুও ছড়াবে। নিঃসন্দেহে এই ক্ষুদে দৈত্যরাই বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। সব অ্যানোফিলিস মশাই কিন্তু ম্যালেরিয়া ছড়ায় না। শুধুমাত্র স্ত্রী মশা মানুষকে কামড়ায় এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। এন্টার্কটিকা মহাদেশ বাদ দিলে সারা বিশ্বেই এদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

১৮। মেরু ভল্লুক (Polar Bear)



মেরু ভল্লুককে অবশ্যই দেখে থাকবেন হয়তোবা বাচ্চাদের গল্পের বইতে, কার্টুনে, মুভিতে অথবা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে। দেখুন কত সুন্দর, শান্ত, মায়াবী এবং সাদা লোমশ শরীর। দেখলেই মনে হয়, “ঈশ, যদি একটু ধরতে পারতাম...”। আসলে এদের দেখলে যা মনে হয়, এরা তার পুরাই উল্টা। ব্যাখ্যা করি, ভল্লুক সমাজের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড় এবং হিংস্র। আকৃতির দিক দিয়ে দুটি সাইবেরিয়া বাঘের সমান হতে পারে। এরা খুবই শক্তিশালী। এরা খুব একটা আক্রমণাত্মক আচরণ করে না, বিপদে পড়লে প্রতিরোধের চেয়ে পালাতেই বেশি পছন্দ করে। খাবারের তালিকায় কোন বিধি-নিষেধ নেই, মাংস জাতীয় কিছু একটা হলেই হল। এমনকি, ক্ষুধার্ত থাকলে অন্য ভল্লুককে খাওয়ার জন্য আক্রমণ করতে দ্বিধা-বোধ করে না। এরকম একটি মাংসাশী দৈত্যের সামনে মানুষ কতটুকু নিরাপদ ?

১৯। লেজি ক্লোন (Lazy Clown)



দক্ষিণ ব্রাজিলের রেইন ফরেস্টে দেখা যায় লোনমিয়া কেটার-পিলার (Lononia Caterpillar), ডাক নাম লেজি ক্লোন। এরকমই একটি প্রাণী যা আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়, হ্যাঁ বুঝতেই পারছেন অঞ্চলভেদে এটি ছ্যাঙ্গা, ঔয়োপোকা ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে, এই কেটার পিলার আমাদের দেশের ঔয়োপোকার চেয়ে অনেকটা ভিন্ন। শরীর ভর্তি বড় বড় কাঁটা এবং আকৃতিতেও বেশ বড়। এরা খুবই বিষাক্ত। সহজেই গাছের আড়ালে, বাকলের নিচে লুকিয়ে থাকে। আমরা দেখেছি ঔয়োপোকা যেখানে লাগে সেখানে ভীষণ চুলকায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়। কিন্তু, কেটার-পিলারের বেলায় পরিণতি আর ভয়াবহ, এর সাথে স্পর্শ লাগাকে নিশ্চিত মৃত্যু হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এই দুর্গম এলাকায় প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেই। আপনি যদি বেচেও যান, তবে আপনাকে বাচতে হবে পঙ্গু হয়ে জীবন্যত অবস্থায়।

২০। সেটস্ মাছি (Tsetse Fly)



মনে আছে কি, মাধ্যমিক স্তরের একটি বইয়ে এই রক্তচোষা মাছির কথা লেখা ছিল। কিন্তু, তেমন কোন তথ্য দেওয়া ছিল না। তাই এটা নিয়ে একটু ঘেঁটে যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে; Tsetse বা tsetze, অনেকে একে টিক-টিক মাছিও বলে থাকেন। মাছির সকল প্রজাতির মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়। আফ্রিকার মধ্যভাগ হতে সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি দেখা যায়। এটি “ Sleeping Sickness” নামক একধরনের রোগ ছড়ায়, যার কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষসহ বন্য এবং গৃহপালিত পশুপাখি মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এটি আর ঘাতক ব্যাধি নয় তবে, এই রোগের লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই ব্যবস্থা নিতে হয় যা, আফ্রিকার বনাঞ্চল বা মরুভূমিতে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। বর্তমানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই মাছির আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে।

২১। কোমডো ড্রাগন (Komodo Dragon)



কোমডো ড্রাগন অনেকটা মেরু ভল্লুকের মত, এদেরও খাওয়া-দাওয়ার কোন বাচবিচার নেই। পাখি থেকে শুরু করে মানুষ, এমনকি মাটির নিচে কোন মৃত প্রাণীর অস্তিত্ব পেলে তা খুঁড়ে বের করে খায়। এরা বেশ শিকারিও বটে। এরা শিকারের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, শিকার কাছাকাছি আসলে হঠাৎ আক্রমণ করে। শিকারের সারা শরীর কামড়ে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে অবশেষে, শিকার দুর্বল হয়ে পড়লে গলা কামড়ে ধরে। যদিও এদের দ্বারা মানুষকে আক্রমণের রেকর্ড খুব কমই পাওয়া যায় কারণ, এরা সংখ্যায় অনেক কম তাছাড়া, এরা মাসে মাত্র একবার আহার করে।

২২। হিনোসেরস (Rhinoceros)



হিনোসেরস বা গণ্ডার দেখেননি অথবা চেনেন না এমন মানুষ হয়ত খুব কমই পাওয়া যাবে। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই গণ্ডারের দ্বারা মানুষের মৃত্যু অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরা তেমন একটা আক্রমণাত্মক নয় তবে, আপনার উপস্থিতিতে এটি অস্বস্তি বোধ করলেই সমস্যা। শিং দেখেছেন? গণ্ডারের শিংকে ভয় পায়না এমন প্রাণী হয়ত পাওয়া যাবেনা, এটি মানুষের শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। আপনাকে এরা টার্গেট করলে সোজা শিং বাগিয়ে তেড়ে আসবে, আর বাঁচতে হলে আপনাকে ছুটতে হবে 40 mph এর চেয়েও বেশি গতিতে!! তা না পারলে, গণ্ডারের শিং এ চড়ে জীবনের শেষ ভ্রমণটি উপভোগ করে নিতে পারেন।

২৩। কোন্ স্নেইল (Cone Snail)



একবার চিন্তা করুন, এমন একটি শামুক যার স্পর্শ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। এই ছোট শামুকের একফোঁটা বিষ ২০ জন মানুষকে শেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনেকে একে “সিগারেট শামুক” ও বলে থাকেন। কারণ, এর বিষ আপনার শরীরে ঢোকার পর একটা সিগারেট ধরানোর সময় হয়তোবা পেতেও পারেন! এর কোন প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত নেই।

২৪। পিরানহা



যারা মোটামুটি হলিউডি মুভি দেখেন, আশাকরি তারা এই মাছটি সম্পর্কে অবগত আছেন। আমার মনে হয়, মুভিতে একটু বেশিই রঞ্জিত করে দেখানো হয়, মুভি এবং বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। সূক্ষ্ম ধারালো দাঁত বিশিষ্ট এই কদাকার মাছটি দক্ষিণ আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পিরানহার মোট ৩০ টিরও বেশি প্রজাতি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ টি প্রজাতির দেখা মেলে ব্রাজিলের অ্যামাজন সহ অন্যান্য নদীতে, যার বেশির ভাগই মাংসাশী নয়। মাত্র ৬ টি প্রজাতির দেখা মেলে, যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর মাংসাশী হয়ে ওঠে। এরা সাধারণত দল বেধে নিজের চাইতেও বড় আকারের শিকার ধরে থাকে। থিওডোর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt) তার ব্রাজিল ভ্রমণের সময় দেখেন, পিরানহার একটি ঝাঁক একটি মহিষকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। বোঝাই যাচ্ছে, এরকম একটি খাদকের সামনে মানুষ অবশ্যই নিরাপদ নয়।

২৯। লিওপার্ড শীল (The Leopard seal)



ছবির শীলটিকে দেখুন, কত সুন্দর, সহজ সরল, ভদ্র... এরকম একটি প্রাণীকে আপনি পছন্দ না করে থাকতে পারবেন ? এইতো কিছুদিন আগে ডিসকভারি চ্যানেলে দেখলাম, একটি সুন্দর শীল শাবক পায়চারি করছে, হঠাৎ একটা বড় লিওপার্ড শীল এসে একে ধরে খেয়ে ফেলল..... এবার কি বলবেন ? এদের মুখ বন্ধ অবস্থায় যতটাই সুন্দর, খোলা অবস্থায় তার চেয়েও ভয়ানক। পেঙ্গুইন এদের সবচেয়ে পছন্দের খাবার কিন্তু, সুযোগ পেলে মানুষকেও ছেড়ে দেয় না।

৩০। বুলেট অ্যান্ট (Bullet Ant)



বুলেট অ্যান্টের কামড়ে হয়ত আপনি মারা পড়বেন না ঠিক আছে কিন্তু, এই কামড়ের কথা আপনি কোনদিনও ভুলতে পারবেন না। জীব জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে এই পিঁপড়ার কামড়েই সবচেয়ে বেশি ব্যথা অনুভূত হয় বলে কথিত আছে, যা আপনি কখনো কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনি যদি এর ভুক্তভোগী হন, তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজের নাম মনে না করতে পারাটাও অস্বাভাবিক নয়।

৩১। ইলেকট্রিক এলো (Electric eel)



ইলেকট্রিক এলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আমাজন এবং অরিনকো নদীতে। দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলোর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী গুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক এলো অন্যতম। এর একটি নয় বরং তিন তিনটি specialized organs থাকে শক্তিশালী বিদ্যুৎ (৬০০ ভোল্ট বা তার চেয়েও বেশি) উৎপাদনের জন্য, যা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। এরা মানুষ খায় না, কিন্তু নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে কাছে গিয়ে একটা আদর দিয়ে দেয়।

৩২। স্লো লড়িস (The Slow Loris)



আহারে ! বিড়াল সদৃশ এই লড়িস গুলোকে দেখলে মনে হয়, বাড়িতে নিয়ে পুষে রাখি। এরা শান্তশিষ্ট এবং মানুষের প্রতি আত্মসী নয়। এরা মানুষের জন্য বিপজ্জনক অন্য কারণে। প্রাপ্ত বয়স্ক লড়িসের বাহুতে Brachical Glands নামক গ্রন্থি থাকে যা, এক ধরনের বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। লড়িস এই বিষ লালার সাথে মিশিয়ে বাচ্চাদের সুরক্ষায়, তাদের উপর প্রলেপ দিয়ে দেয়। এই বিষ কামড়ের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। পুষবেন নাকি একটা ?

৩৩। টারেন্টুলা হাক্ (Tarantula Hawk)



টারেন্টুলা হাক্ নামকরণ করা হয়েছে এদের খাদ্য হিসাবে টারেন্টুলা শিকারের জন্য। নিউ মেক্সিকোতে এদের বেশি দেখা মেলে। এদের কামড়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে (বুলেট অ্যান্টের মত অতটা নয়)। একজন রিসার্চার এটিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে “[.....] immediate, excruciating pain that simply shuts down one’s ability to do anything, except, perhaps, scream. Mental discipline simply does not work in these situations.”

- ସମାପ୍ତ -